সমকাল

তারিখ ... 13 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

মামলা উপেক্ষা করে ঈশ্বরগঞ্জ কলেজে নিয়োগ পরীক্ষা হচ্ছে আজ

■ ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

আদালতে দায়ের করা মামলা উপেক্ষা করে ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অনার্সের তিনটি বিভাগের স্থগিত হওয়া নিয়োগ পরীক্ষা আজ রোববার গ্রহণের প্রস্তুতি নিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। আদালতে মামলা করার পরও নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ায় পরীক্ষা ঠেকানোর ঘোষণা দিয়েছেন কলেজ পরিচালনা কমিটির সদস্য ও উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রফিকুল ইসলাম বুলবুল। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ঈশ্বরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অনার্সের বাংলা, হিসাববিজ্ঞান ও সমাজকর্ম বিভাগের জন্য ১৫ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার জন্য গত ২২ আগস্ট পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তুতি নেয় কলেজ কর্তৃপক্ষ। ওই দিন উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের একাংশ নিয়োগ-বাণিজ্যের অভিযোগ তুলে ওই নিয়োগ পরীক্ষা বন্ধের জন্য কলেজে ও শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। সেই সঙ্গে কলেজের পরিচালনা কমিটির সদস্য রফিকুল ইসলাম বুলবুলসহ কয়েকজন সদস্য নিয়োগ কমিটির কাছে স্থগিতের অনুরোধ জানালে কর্তৃপক্ষ পরীক্ষাটি স্থগিত করে।

চলতি মাসের মধ্যে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন না করা হলে অনার্সের তিনটি বিভাগের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে। তাই কলেজ কর্তৃপক্ষ গত ৬ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য চিঠি পাঠান। আজ রোববার পরীক্ষার দিন নির্ধারণ করা হয়। ওই অবস্থায় গত বৃহস্পতিবার রফিকুল ইসলাম বুলবুল নিয়োগ কমিটির বিরুদ্ধে নিয়োগ-বাণিজ্যের অভিযোগ এনে পরীক্ষা স্থগিত ও নিয়োগ অনুমোদনের ওপর নিষেধাজ্ঞা চেয়ে ময়মনসিংহ আদালতে মামলা করেন। আদালত নিয়োগ কমিটিকে নোটিশ জারি করে নোটিশপ্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে ওই দরখাস্তের জবাব দিতে বলেছেন।

রফিকুল ইসলাম বুলবুল বলেন, টাকার বিনিময়ে এর আগে কলেজে অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যার কারণে তারা টাকা না নিয়ে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। সভাপতি টাকার বিনিময়ে অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করায় তা বন্ধের জন্য মামলা করেছেন।

কলেজের অধ্যক্ষ রফিকুল ইসলাম খান বলেন, পরিচালনা কমিটির এক সদস্য আদালতে মামলা করেছেন। মামলার নোটিশ তারা পেয়েছেন। নোটিশ পেয়ে অ্যাইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়োগ পরীক্ষার দিন বহাল রেখেছেন। নিয়োগ না হলে তিন বিভাগ শুরুর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে।

কলেজের পরিচালনা কমিটির সভাপতি সাবেক এমপি আবদুছ ছাত্তার বলেন, নিয়োগের ওপর আদালত নিষেধাজ্ঞা জারি করেননি। সঠিক সময়ে আদালতের কাছে নোটিশের জবাব দেওয়া হবে। তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলেন, কোনো প্রার্থীর কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়নি। নিয়োগ প্রক্রিয়ার মিটিংয়ে রফিকুল ইসলাম বুলবুল কোনো আপত্তিও করেননি।